দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 7 JAN 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ ...

শিক্ষায় সাফল্য সন্ত্রাসে ম্লান

মহাজোট সরকারের ৩ বছর

সাফল্য — জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন ● বিনামূল্যে পাঠ্য বই ● প্রাথমিক ও জেএসসি পরীক্ষা সংযোজন ● বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণয়ন ও অনলাইনে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি

ব্যর্থতা — শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি বাণিজ্য ● গভর্নিং বডির স্বেচ্ছাচারিতা ● জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজট ● বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে ছাত্রলীগের সন্ত্রাস

■ নিজামুল হক

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন, বিনামূল্যে সব শিক্ষার্থীর হাতে বই তুলে দেয়া, দুটি সমাপনী পরীক্ষা সংযোজনসহ শিক্ষা ক্ষেত্রে বেশ কিছু সাফল্য রয়েছে সরকারের। তবে সরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকার দলীয় ছাত্র সংগঠনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গভর্নিং বডির স্বেচ্ছাচারিতায় শিক্ষায় সরকারের সমস্ত অর্জন যেন ম্লান হয়ে গেছে। আবার শিক্ষায় গুণগত মান বৃদ্ধি নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও ভর্তির হার এবং পাসের হার বৃদ্ধি পেয়েছে।

জাতীয় শিক্ষানীতি : শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারের সবচেয়ে বড় অর্জন জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন। শিক্ষা, তথ্যপ্রযুক্তি ও সংস্কৃতির প্রসার, মানুষের মধ্যে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রবাহ বৃদ্ধি, অসাম্প্রদায়িক সমাজ বিনির্মাণে ২০১০ সালে প্রণীত হয় অভিন্ন ধারার এই শিক্ষানীতি। স্বাধীনতার প্রায় ৪০ বছরে বিভিন্ন সময়ে আরও কয়েকটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন হলেও নানা কারণে সেগুলো বাস্তবায়ন হয়নি। তবে আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় বর্তমান শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াও এগুচ্ছে শম্বুক গতিতে। শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে গত বছর ২৫টি সাব-কমিটি গঠন করে দেন শিক্ষামন্ত্রী। কিন্তু এক বছরেও কোন কমিটিই প্রতিবেদন দিতে পারেনি। এছাড়া ২০০৯ সালে ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ ছিল শিক্ষা উন্নয়নে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ।

বিনামূল্যের বই : শিক্ষায় সরকারের আরেকটি উল্লেখযোগ্য অর্জন সব শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যের বই পৌঁছে দেয়া। সব শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ের আওতায় আনা এবং পর্যায়ক্রমে শিক্ষাকে অবৈতনিক করার লক্ষ্যে ২০০৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রাথমিকের মতো মাধ্যমিক স্তরেও পাঠ্যবই বিনামূল্যে বিতরণের উদ্যোগ নেয় সরকার। এতে ২০০৯ সালে প্রায় ১৯ কোটি, ২০১০ সালে ২৩ কোটি ২০ লাখ এবং ২০১১ শিক্ষাবর্ষে প্রায় ২২ কোটি ১৪ লাখ পাঠ্যবই বিতরণ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। আর ছাত্রছাত্রীরা জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে বই পাচ্ছে। সরকারের এ উদ্যোগ বাস্তবায়নে অভিভাবকরা সন্তুষ্ট।

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস : দেশের শিক্ষাঙ্গন বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রলীগের সন্ত্রাস ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড সামাল দিতে ব্যর্থ হয়েছে সরকার। বর্তমান মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই ছাত্রলীগ দেশের বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ ক্যাম্পাসে বেপরোয়া হয়ে ওঠে। হল দখল, সিট দখল, আধিপত্য বিস্তারসহ নানা ইস্যুতে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, জগন্নাথ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন ক্যাম্পাসে অসংখ্য সংঘাত-সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে একাধিক সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটেছে। এতে ক্ষতি হয়েছে পৃষ্ঠা ২৩ কলাম ৭

শিক্ষায় সাফল্য

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সরকারি সম্পত্তির। ক্লাস বন্ধ থাকায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সাধারণ শিক্ষার্থীরা।

গভর্নিং বডির স্বেচ্ছাচারিতা ও ভর্তি বাণিজ্য : বর্তমানে দেশের স্কুল-কলেজের গভর্নিং বডিতে রয়েছেন সরকার দলীয় সংসদ সদস্য ও আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা। তারা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক দুর্নীতি ও অনিয়মে জড়িয়ে পড়েছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোন নির্দেশনাই মানছেন না। তাদের অবস্থা এমন যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এমনকি সরকারের চেয়েও স্কুল পরিচালনায় তাদের ক্ষমতা বেশি। আর এ কারণেই নিজেদের ইচ্ছেমত সিদ্ধান্ত নিয়ে অভিভাবকদের কাছ থেকে আদায় করছে লাখ লাখ টাকা। আর এ টাকার কোন সঠিক হিসাবও থাকে না। শিক্ষার্থী ভর্তি ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন খাতের দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছেন গভর্নিং বডির সদস্যরা। তারা সরকারি বিধিমালা উপেক্ষা করে স্কুল উন্নয়নের নামে ডোনেশন হিসাবে অভিভাবকদের কাছ থেকে টাকা আদায় করছে। স্কুলের ভর্তিতে কত টাকা আদায় করা যাবে- এ ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোন নির্দেশনাই মানছে না। চলতি সপ্তাহেই ভর্তি বাণিজ্য নিয়ে রাজধানীর মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে।

এছাড়া সরকারি কলেজে ভর্তি বাণিজ্যেও দিশেহারা ছিল শিক্ষার্থী ও অভিভাবক। বিভিন্ন সরকারি কলেজে সরকার দলীয় ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীরা এ ভর্তি প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত ছিল। কলেজে গিয়ে অধ্যক্ষকে হুমকি ও আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তির ঘটনাও ছিল আলোচিত বিষয়। এ কারণে অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী ভর্তি থেকে বাদ পড়েছে।

সেশনজট: কলেজ শিক্ষার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজট দূর করতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে মন্ত্রণালয়। আদালতের নির্দেশে চারদলীয় জোট সরকারের আমলে নিয়োগ পাওয়া এক হাজারের বেশি কর্মকর্তাকে চাকরিচ্যুত করা হয়। আর এ নিয়ে অনেকটা সময় ব্যস্ত ছিল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজটে বিপন্ন হচ্ছে হাজারো শিক্ষার্থীর ভাগ্য। এ অবস্থায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকট উত্তরণ করে আরও উন্নত করার লক্ষ্যে ২০১০ সালে দেশের ৬ বিভাগে ৬টি আঞ্চলিক কেন্দ্র করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কিন্তু এ প্রক্রিয়াও এগুচ্ছে ধীর গতিতে। ফলে শিক্ষার্থীদের সেশনজট রয়েই গেল।

এমপিওভুক্তি : ২০০৯ সালে ১১২ কোটি ৩৫ লাখ টাকা ব্যয়ে সারাদেশের ১ হাজার ৬২৪টি বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি করা ছিল শিক্ষা উন্নয়নের উল্লেখযোগ্য দিক। দীর্ঘদিন ধরে এমপিওভুক্তি থেকে বঞ্চিত থাকা এসব প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্তিকরণের ফলে প্রায় ১০ হাজার শিক্ষক-কর্মচারী বেতনের সরকারি অংশ পাচ্ছেন। গত বছর স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার প্রায় ৪৮ হাজার শিক্ষককে টাইম স্কেল দেয়া হলেও কয়েক মাস পরেই তা বন্ধ করে দেয়ায় ক্ষুব্ধ ছিল শিক্ষকরা। তবে চলতি মাসে টাইম স্কেল আবারো চালু হয়।

শিক্ষায় সংস্কার : শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে মাধ্যমিক স্তরে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি প্রবর্তন, মেয়েদের উত্ত্যক্তকরণ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলাসহ বিভিন্ন খাতে ইতিবাচক পরিবর্তন ছিল গত তিন বছরে। দেশের সরকারি-বেসরকারি স্কুল-কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি, রেজিস্ট্রেশন, পরীক্ষার ফলাফল প্রাপ্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনলাইন পদ্ধতির প্রবর্তন, অষ্টম শ্রেণীতে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) ও জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষা চালু করা হয়েছে। আর উচ্চশিক্ষার প্রসারে ঢাকায় ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনাল, রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস করেছে যা গত তিনবছরের সরকারের সাফল্যের অন্যতম দিক।